গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৯
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৪
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৭
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৮
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৯
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	২০

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), কুড়িগ্রাম জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে আসছে। কুড়িগ্রাম জেলার পৌর ও পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম এর উপর ন্যস্ত। উপজেলা ইউনিট সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৯৬% এবং স্যানিটেশন কভারেজ ৮৯%। বিগত ৩ অর্থ বছরে পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ৪২০০ টি পানির উৎস ও পল্লী এলাকায় স্বল্প ব্যয়ের ৫০০ সেট ল্যাট্রিন হতদরিদ্র পরিবার সমূহের মধ্যে বিনা-মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২২৫০ টি লো কষ্ট স্যানিটারী ল্যাট্রিন পল্লী এলাকায় নির্মিত হয়েছে। পৌর এলাকায় ৩০ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন স্থাপন, ১৭ টি কমিউনিটি টয়লেট এবং ০৪ টি পাবলিক টয়লেট নির্মান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল বর্তমান গনতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত প্রতি ১০ পরিবারের জন্য ১টি করে নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন এবং ১০০% (শতকরা) স্যানিটেশন কভারেজ অর্জন। বর্তমানে কুড়িগ্রাম জেলায় পানি সরবরাহ কভারেজ ৯৬% এবং স্যানিটেশন কভারেজ ৮৯%। কুড়িগ্রাম জেলা বাংলাদেশের উত্তরের একটি জেলা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের উত্তরাঞ্চলে মরু প্রবনতা দেখা দেয়ায় দিন দিন পানির স্তর নিম্নগামী হচ্ছে, সেইসাথে প্রতিবছর নিয়মিত বন্যার ফলে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে।কুড়িগ্রাম জেলায় খাবার পানিতে অতিরিক্ত আয়রন। তাই এই জেলায় সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ উত্তোরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান। অন্যদিকে অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যা মনিটরিং ও সচেতেনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব। তদুপরি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যাবস্থা সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় জনবলের স্বল্পতা ও অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ১০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ, পুকুর খননেনর মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরন, কুড়িগ্রাম জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। হাট বাজার সমূহে সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিন স্থাপন। পৌর এলাকায় FSM এর ব¨বস্থা করন,আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা,পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নতিকরন। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরন এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নিতকরন।

২০২২ -২০২৩ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- পল্লী এলাকায় পানির উৎস স্থাপন ১১০০টি
- পল্লী এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য পাইপলাইন স্থাপন ১০ কি.মি
- পৌর এলাকায় উৎপাদক নলকুপ স্থাপন ০১ টি
- পৌর এলাকায় পাম্প হাউজ নির্মান ০১টি
- পৌর এলাকায় ড্রেন নির্মান ০২ কি.মি
- পানির নমুনা পরীক্ষা ১১০০ টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম জেলা, কুড়িগ্রাম।

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: